গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইসিটি সেল

জানুয়ারি / ২০২১ মাসের ইনোভেশন টীমের সভা ও নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ তৌফিকুল আরিফ অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	২৬/০১/২০২১ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, ৩য় তলা, ভবন নং-১, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নের পর ইতিমধ্যে অর্ধ অর্থবছর পার হয়েছে। কিন্তু অনেক দপ্তর/সংস্থার কর্তৃক সম্পাদিত ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ মোতাবেক সম্পাদিত হয়নি। সভাপতি জানান যে, গত অর্থবছরের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ৮৮.২০ অর্জন করেছে, যা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৭ম। এ মন্ত্রণালয় উদ্ভাবন কার্যক্রম সম্পাদনে ৭ম স্থান অধিকার করায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ হতে এ মন্ত্রণালয়ে একটি ডিও লেটার প্রেরণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, চলতি অর্থবছরে আমরা আরও ভালভাবে এবং যথাসময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সভাপতি, মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সভা ও নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের কার্যপত্র অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্টকে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

১। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা:

মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী কার্যক্রম যথাযথভাবে এবং যথাযথসময়ে সম্পাদিত করা হচ্ছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২০ (অর্ধ বার্ষিক) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ৫০.১০ মার্ক অর্জিত হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপূর্বক খুব শীঘ্রই মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি জানান যে, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে এবং ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইনোভেশন টিমের প্রতিনিধি জানান যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে গবেষণা খাত হতে বাজেট কর্তন করা হয়েছে। ফলে মৎস্য অধিদপ্তর-এর কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

একইভাবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমীর ইনোভেশন টিমের প্রতিনিধি তাদের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুযায়ী অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

সভাপতি সভাকে জানান যে, এবারের একদিনের ওয়ার্কশোপ কেন্দ্রীয়ভাবে সকল দপ্তর / সংস্থার সমন্বয়ে করা হবে এবং ইনোভেশন শোকেসিং ভার্চুয়ালি আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শোকেসিং-টি মার্চ মাসের হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা শোকেসিং কার্যক্রমের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করলে শোকেসিং কার্যক্রম সহজ হবে।

সভাপতি উল্লেখ করেন যে, মাঠ পর্যায়ে চলমান ভালো ভালো উদ্ভাবন উদ্যোগগুলোর প্রতি যথাযথভাবে নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করতে হবে যাতে উদ্ভাবনগুলোর লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া ভালো ভালো

উদ্যোগগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সেগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো অ্যাপস এর উপস্থাপনা:

অ্যাপসটির উদ্ভাবক জনাব এম এ বাশার, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট অ্যাপসটি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, দুর্গম পাহাড়ি এলাকার মৎস্য চাষিরা সঠিক সময়ে মাছ চাষের কারিগরি তথ্য না পেয়ে জীবিকার তাগিদে কাপ্তাই লেকে মাছ আহরণ করে। বরকল ও বিলাইছড়ি উপজেলায় মৎস্য অফিস না থাকায় মৎস্য চাষিরা অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার মৎস্য অফিসে পরামর্শের জন্য যায়। ফলে তাদের সময় ও অর্থ উভয়ই অপচয় হয় এবং তারা মৎস্য চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়া রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মৎস্য সম্পদের তথ্য সকল শ্রেণির পেশাদারের কাছে অজ্ঞাত। এই অ্যাপসটির মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যাবলী সমাধান করে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ি এলাকার মাছ চাষি, জেলে, হ্যাচারির মালিকসহ সকলের হাতের মুঠোয় রাঙ্গামাটি জেলার মৎস্য সম্পদ ও মাছ চাষ সম্পর্কিত তথ্য পৌছে দেয়া হচ্ছে।

অ্যাপসটি যেকোন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে চালানো যায় এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি। অ্যাপসটি চালানোর জন্য ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় না। অ্যাপসটিতে যথাযথ দৃস্টিনন্দন ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অ্যাপসটি এযাবৎ দশ হাজারের বেশি ডাউনলোড হয়েছে এবং প্রতিনিয়তই ইহার তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ডাউনলোড হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক অ্যাপসটির হালনাগাদ ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রমসহ সার্বিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

৩। নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দুইজন উদ্ভাবক তাদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবসম্মত কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সাথে নলেজ শেয়ার করেন।

ক) প্রথমে ড. এ জে এম সালাহ উদ্দীন জাভেদ, ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার-এর রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় সংক্রান্ত নলেজ শেয়ার করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, খামারিরা প্রতিবছর একটি গাভী থেকে একটি বাছুর আশা করেন। ফলে অনেকেই গাভীর গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হওয়ার জন্য খামারিরা পুরাতন পদ্ধতিতে তিন মাসের মধ্যে গাভীর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হন যা সময় সাপেক্ষ। অনেক খামারিরা গাভীর বাহ্যিক লক্ষণ ও আচরণ দেখে গর্ভাবস্থা সম্পর্কে ধারণা পান যা অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়। পুরাতন পদ্ধতিতে গাভীর গর্ভাবস্থা জানার জন্য গাভীটিকে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে নিয়ে যেতে হয়, যা গাভীর জন্য অনেক কষ্টকর। প্রচলিত এই পদ্ধতিকে রেকটাল পালপেশন বলে।

এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, ডা. এ জে এম সালাহ উদ্দীন জাভেদ, ১% বেরিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহারের মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এতে গাভীটিকে স্ব-শরীরে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে শুধু গাভীর প্রস্রাব একটি টেস্টটিউবে নিতে হয়। এ পদ্ধতিতে খরচ খুবই কম এবং মাত্র ৩-৫ মিনিটের মধ্যে গাভীর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে জানা যায় ফলে সময়ও সাশ্রয়ী হয়। এভাবে ডা. এ জে এম সালাহ উদ্দীন তার উদ্ভাবন ও নলেজ সবার সাথে শেয়ার করেন।

উপস্থাপিত উদ্ভাবনটিকে যথাযথভাবে মনিটরিং এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের বিষয় সম্পর্কে প্রোগ্রামে আলোচনা করা হয়।

খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আরেকজন উদ্ভাবক, ড. মিঠুন সরকার, ভেটেরিনারি সার্জন, নরসিংদী সদর, নরসিংদী এর উদ্ভাবনী হাতের মুঠোয় ঘরে বসে অনলাইন ডিজিটাল প্রাণিসম্পদ সেবা ও কাগজ বিহীন অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নলেজ শেয়ার করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবাকে হাতের মুঠোয় এবং সেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা, অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং কাগজ বিহীন অফিস ব্যবস্থাপনা করা। এই লক্ষ্যে তিনি একটি ওয়েবসাইট

bdvets.com তৈরি করেন, যেখানে উপরোক্ত সকল সেবা একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।
পূর্বে একজন সেবাগ্রহীতাকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের বা ভেটেরিনারি হাসপাতালে আসতে হত। অনেক সময় গবাদি প্রাণীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা দুরূহ হত। এজন্য সেবাগ্রহীতার যাতায়ত খরচ, কর্মঘণ্টা ও সময় ব্যয় হত। এছাড়া, অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য কাগজ ব্যবহার করা হত, কাগজ তৈরিতে বিভিন্ন ধরণের গাছ কাটা হত যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। bdvets.com উদ্যোগের মাধ্যমে দূরত্ব যাই হোক, সেবা তাৎক্ষণিক মর্মে উদ্ভাবক জানান। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সকল তথ্য এখন হাতের মুঠোয় এবং সেবার জন্য কোন অপেক্ষা করতে হয় না। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভেটেরিনারিয়ানগণের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। বর্তমানে ৫৯৬ জন ভেটেরিনারিয়ান সংযুক্ত আছেন। তারা মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের তাৎক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করছেন। ভিডিও কলের মাধ্যমে দূরের সেবাগ্রহীতাকে নিমিষেই সেবা দিতে পারেন ভেটেরিনারিয়ানগণ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি গবাদিপশুর যাবতীয় তথ্যসহ সেবিত সকল ঔষধের তালিকা দেখা যায়। এই ডাটার মাধ্যমে কি পরিমাণ এন্টিবায়োটিক ঔষধ সবত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তা কেন্দ্রীয়ভাবে জানা যায়। এছাড়া কোন কোন এলাকায় কি ধরণের রোগের প্রভাব বেশি / কম সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে লাইভস্টক ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে। ফলে ভেজালমুক্ত, নিরাপদ খাদ্য, অপুষ্টি মুক্ত ও সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব মর্মে উদ্ভাবক দাবি করেন।
প্রতি মাসে গড়ে তিন হাজার জনের বেশি bdvets.com এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত ২৬,৮৫৩ জনের বেশি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছেন। ২,৫৩,৯৯৫ জনের বেশি এ সংক্রান্ত ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করেছেন। ৬৬,২৮,২০০ এর বেশি হাঁস মুরগির সেবা দেওয়া হয়েছে। ৩৪৩৮ টির বেশি ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন তৈরি হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই অডিও কল, মেসেজ, লাইভ চ্যাট, ভিডিও কলের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ সেবা নিয়ে থাকেন। অনলাইনে ২৫০ টির বেশি উপজেলায় ভেটেরিনারিয়ান সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি ই-মার্কেট তৈরি হয়েছে যেখানে খামারিগণ সরাসরি দুধ, ডিম, মাংস ও লাইভস্টক প্রোডাক্ট কেনাবেচা করতে পারেন। এই উদ্যোগের ই-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরিসহ সফল খামারি তৈরি করা সহজ হচ্ছে।
জনসচেতনতার জন্য খামারির মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে যেখানে বিভিন্ন গবাদিপ্রাণিগুলোর টিকা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগটির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দুধ, মাংস, ডিমের উৎপাদন বাড়বে; আমিষ তথা পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে; পরিবেশ বান্ধব হবে; নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে মর্মে উদ্ভাবক ড. মিঠুন সরকার জানান।
bdvets.com কিছু সুনির্দিষ্ট এরিয়া নির্বাচন করে সেটার কার্যক্রম ভালোভাবে সম্পাদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় এছাড়া এই উদ্যোগটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের বিষয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের দৃষ্টি আলোকপাত করা হয় এবং উদ্যোগটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৪। সিদ্ধান্তসমূহঃ

সভার বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। সকল দপ্তর/সংস্থা শোকেসিং এর ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে জানাতে এবং আগামী মার্চ-২০২১ মাসের মধ্যে ভার্চুয়াল শোকেসিং আয়োজন করতে হবে।
২। জানুয়ারি-২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;
৩। জানুয়ারি-২০২১ এর মধ্যে সকল দপ্তর/সংস্থা অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;
৪। গবেষণা খাতের বাজেট হতে ভালো ভালো উদ্ভাবনী উদ্যোগকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে;
৫। বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো উদ্যোগটির কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্যোগটির উদ্ভাবককে পত্র দিয়ে জানাবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান ও উদ্যোগটি যথাযথভাবে মনিটরিংপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;
৬। মাঠ পর্যায়ে চলমান ভালো ভালো উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ও নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

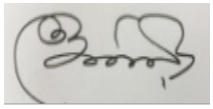

মোঃ তৌফিকুল আরিফ
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০১১.১৮.৪১

তারিখ: ৯ ফাল্গুন ১৪২৭
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর
৪) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৬) উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
৭) অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
৮) উপসচিব , প্রশাসন-৩ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) উপসচিব, মৎস্য-১ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১০) উপসচিব, প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-২ শাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১১) উপসচিব, প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১২) রেজিষ্ট্রার, , বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০।
১৩) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

signature

মোঃ ইলিয়াস হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট